দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 MAY 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কুষ্টিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

এস এম আলী আহসান পান্না ঃ কুষ্টিয়া জেলার সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। কুষ্টিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৬টি উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৩৩টি। আর বেসরকারী রেজিস্ট্রি স্কুলের সংখ্যা ২৮০টি। এছাড়াও সরকারী, বেসরকারী নন-রেজিস্টার উচ্চ বিদ্যালয়, সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন, এবতেদায়ী (স্বতন্ত্র), এবতেদায়ী উচ্চ মাদ্রাসা, সংযুক্ত কমিউনিটি বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট স্কুল ও এনজিও কেন্দ্র মিলিয়ে সর্বমোট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৩৫৭টি। কুষ্টিয়া সদরে ১০১টি, খোকসা উপজেলায় ৪৭টি, দৌলতপুর উপজেলায় ১০৫টি, ভেড়ামারা উপজেলায় ৩৪টি, কুমারখালী উপজেলায় ৮১টি ও মিরপুর উপজেলায় ৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ২৮০টি বেসরকারী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৩১টি, খোকসা উপজেলায় ২০টি, মিরপুর উপজেলায় ২১টি ও ভেড়ামারা উপজেলায় ১১টি রয়েছে। সরকারী ৪৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ২টি এবং সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ১২৮টি। ২৮০টি বেসরকারী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ৭টি। এর মধ্যে কুমারখালী উপজেলায় ২টি, খোকসা উপজেলায় ২টি, মিরপুর উপজেলায় ১টি ও দৌলতপুর উপজেলায় ২টি। দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস যাবত সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ সকল শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কুষ্টিয়া জেলায় মুখড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে ৩২ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শুধু শিক্ষকের পদই নয়, জেলায় প্রশাসনিক পদও শূন্য রয়েছে। দৌলতপুর ও ভেড়ামারা উপজেলায় শিক্ষা অফিসের পদ শূন্য রয়েছে গত এক বছর ধরে। এছাড়াও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে খোকসা ও দৌলতপুর উপজেলায়। শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণে একদিকে যেমন শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ শূন্য থাকায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ইদ্রিস আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ১৭০ জন শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এই বছরের মে মাসের মধ্যে এসব শূন্য পদের শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এছাড়াও তিনি জানান, কুষ্টিয়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার খুবই সন্তোষজনক। সরকারের উপবৃত্তি প্রদানের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি এবং লেখাপড়ার হার দিন দিন বাড়ছে।